রোমীয় সৈন্যরা কবরটি ঘিরে
রেখেছিলেন এবং পাহারা
দিয়েছিলেন। যাতে
কেউ ভিতরে ঢুকতে বা
বের হতে না পারে।

যদি এটাই কাহিনীর শেষ হতো,
তাহলে কতইনা দুঃখজনক হতো।
কিন্তু ঈশ্বর আশ্চর্য কিছু
করলেন। যীশু কবরে
পড়ে থাকলেন না।

প্রথম পুনরুত্থান

সপ্তাহের প্রথমদিন খুব ভোরবেলা
যীশুর কয়েকজন শিষ্য দেখলেন
কবরের মুখ থেকে পাথরখানা
সরে গেছে। যখন তাঁরা
ভিতরের দিকে তাকালেন,
যীশু সেখানে ছিলেন
না।

একজন মহিলা কবরের পাশে কান্না
করছিলেন। যীশু তাকে দেখা
দিলেন! তিনি সেই ঘটনা অন্য
শিষ্যদের বলার জন্য আনন্দে ছুটে
গেলেন। “যীশু জীবিত আছেন! যীশু
মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠেছেন।”

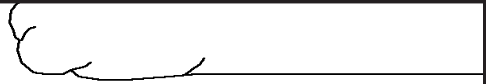

দ্রুত যীশু তাঁর শিষ্যদের দেখা দিলেন, এবং তাদেরকে তাঁর
পেরেকের চিহ্নযুক্ত হাত ছুঁয়ে দেখতে দিলেন। এটা সত্যি
ছিল। যীশু আবার জীবিত হয়ে উঠেছেন! তিনি পিতরকে
তাঁকে অস্বীকার করার অপরাধ থেকে ক্ষমা করলেন, এবং
তাঁর শিষ্যদের বললেন যেন তারা সকলকে এই কথা বলে।
প্রথম বড়দিনে যেখান থেকে তিনি পৃথিবীতে এসেছিলেন,
সেই স্বর্গে তিনি ফিরে গেলেন

প্রথম পুনরুত্থান

ঈশ্বরের বাক্য থেকে বাইবেলের গল্প, বাইবেল,

যেখানে পাওয়া যায়

মথি ২৬-২৮, লূক ২২-২৪, যোহন ১৩-২১

তোমার বাক্য প্রকাশিত হলে তা আলো দান করে
গীতসংহিতা ১১৯ : ১৩০

Written by Edward Hughes
Illustrated by Janie Forest

Translated by Shankar Sikder
Adapted by Lyn Doerksen

Story 54 of 60

M1914.org

Bible for Children, PO Box 3, Winnipeg MB R3C 2G1 Canada

স্বত্তাধিকার:গল্পটির অনুলিপি বা প্রিন্ট ব্যবহার করা যাবে তবে বিক্রয় করা যাবেনা।

ঈশ্বর জানেন আমরা মন্দ কাজ করেছি, যাকে তিনি পাপ বলেন। পাপের শাস্তি হচ্ছে মৃত্যু।

ঈশ্বর আমাদের এতই ভাল বাসলেন যে তিনি তাঁর একমাত্র পুত্র যীশুকে পাঠালেন যেন আমাদের পাপের শাস্তিস্বরূপ তিনি ক্রুশে মৃত্যুবরন করেন। যীশু মৃত্যু থেকে জীবিত হলেন এবং স্বর্গে চলে গেলেন। এখন ঈশ্বর আমাদের পাপ ক্ষমা করতে পারেন।

আপনি যদি আপনার পাপ থেকে মন ফিরাতে চান তাহলে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে এই কথাগুলো বলুন:
প্রিয় প্রভু, আমি বিশ্বাস করি যীশু আমার জন্য মরেছেন এবং আবার জীবিত হয়েছেন। দয়াকরে আমার জীবনে এসো, যেন আমি নতুন জীবন পেতে পারি, এবং তোমার সংগে যেন অনন্তকাল ধরে থাকতে পারি। আমাকে সাহায্য কর যেন তোমার সন্তান হিসাবে বেচে থাকতে পারি। আমেন।

বাইবেল পড়ুন এবং প্রতিদিন ঈশ্বরের সংগে কথা বলুন!

বাংলা Bengali

মহিলাটি ভীড়ের মধ্যে পাহাড়ের ধারে
দাঁড়িয়েছিলেন, তিনি তাঁর বিষন্ন
চোখ দিয়ে সেই ভয়ানক
দৃশ্যটি দেখছিলেন। তাঁর
সন্তান মৃত্যু যন্ত্রনায়
চটপট করছিল। তিনি
ছিলেন মাতা মরিয়ম,
এবং যীশুকে যেখানে
ক্রুশে দেয়া হয়েছিল
তার পাশেই তিনি
দাঁড়িয়েছিলেন।

কিভাবে এতসব ঘটনা ঘটেছিল?
কিভাবে যীশু অত্যন্ত ভয়ানক
ভাবে তঁর এই সুন্দর জীবনের ইতি
ঘটিয়েছিলেন? কিভাবে ঈশ্বর
তার প্রিয় পুত্রের
ক্রুশীয় মৃত্যু মেনে
নিয়েছিলেন? যীশু
কি তাঁর নিজের
বিষয়ে কোন ভূল করেছিলেন?
ঈশ্বর কি তাহলে ব্যর্থ হয়েছিলেন?

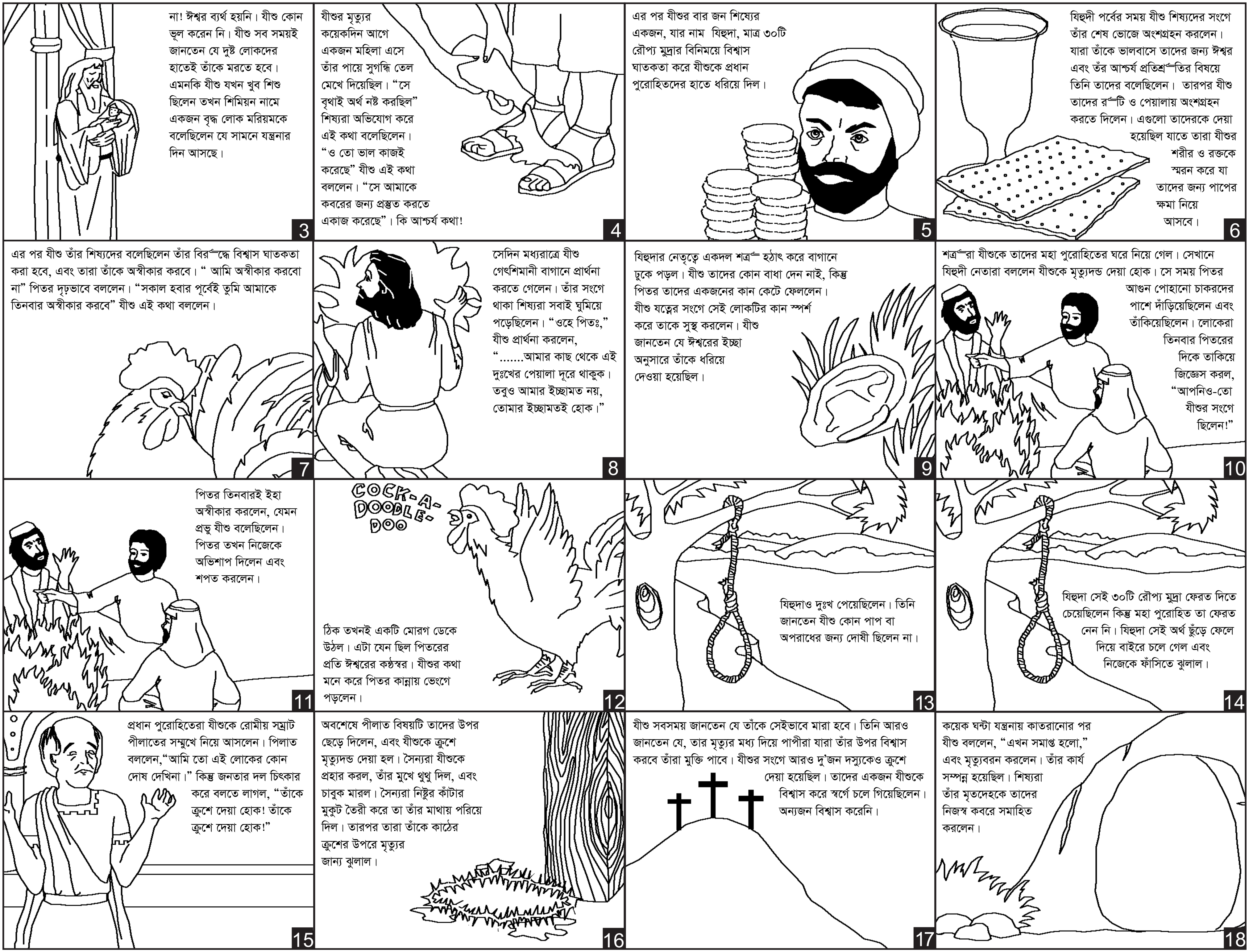
না! ঈশ্বর ব্যর্থ হয়নি। যীশু কোন ভূল করেন নি। যীশু সব সময়ই জানতেন যে দুষ্ট লোকদের হাতেই তাঁকে মরতে হবে। এমনকি যীশু যখন খুব শিশু ছিলেন তখন শিমিয়ন নামে একজন বৃদ্ধ লোক মরিয়মকে বলেছিলেন যে সামনে যন্ত্রনার দিন আসছে।
3
যীশুর মৃত্যুর কয়েকদিন আগে একজন মহিলা এসে তাঁর পায়ে সুগন্ধি তেল মেখে দিয়েছিল। “সে বৃথাই অর্থ নষ্ট করছিল” শিষ্যরা অভিযোগ করে এই কথা বলেছিলেন। “ও তো ভাল কাজই করেছে” যীশু এই কথা বললেন। “সে আমাকে কবরের জন্য প্রস্তুত করতে একাজ করেছে”। কি আশ্চর্য কথা!
4
এর পর যীশুর বার জন শিষ্যের একজন, যার নাম যিহুদা, মাত্র ৩০টি রৌপ্য মুদ্রার বিনিময়ে বিশ্বাস ঘাতকতা করে যীশুকে প্রধান পুরোহিতদের হাতে ধরিয়ে দিল।
5
যিহুদী পর্বের সময় যীশু শিষ্যদের সংগে তাঁর শেষ ভোজে অংশগ্রহন করলেন। যারা তাঁকে ভালবাসে তাদের জন্য ঈশ্বর এবং তঁর আশ্চর্য প্রতিশ্রুতির বিষয়ে তিনি তাদের বলেছিলেন। তারপর যীশু তাদের রুটি ও পেয়ালায় অংশগ্রহন করতে দিলেন। এগুলো তাদেরকে দেয়া হয়েছিল যাতে তারা যীশুর শরীর ও রক্তকে স্মরন করে যা তাদের জন্য পাপের ক্ষমা নিয়ে আসবে।
6
এর পর যীশু তাঁর শিষ্যদের বলেছিলেন তাঁর বিরুদ্ধে বিশ্বাস ঘাতকতা করা হবে, এবং তারা তাঁকে অস্বীকার করবে। “ আমি অস্বীকার করবো না” পিতর দৃঢ়ভাবে বললেন। “সকাল হবার পূর্বেই তুমি আমাকে তিনবার অস্বীকার করবে” যীশু এই কথা বললেন।
7
সেদিন মধ্যরাত্রে যীশু গেৎশিমানী বাগানে প্রার্থনা করতে গেলেন। তাঁর সংগে থাকা শিষ্যরা সবাই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। “ওহে পিতঃ,” যীশু প্রার্থনা করলেন, “.......আমার কাছ থেকে এই দুঃখের পেয়ালা দূরে থাকুক। তবুও আমার ইচ্ছামত নয়, তোমার ইচ্ছামতই হোক।”
8
যিহুদার নেতৃত্বে একদল শত্রু হঠাৎ করে বাগানে ঢুকে পড়ল। যীশু তাদের কোন বাধা দেন নাই, কিন্তু পিতর তাদের একজনের কান কেটে ফেললেন। যীশু যত্নের সংগে সেই লোকটির কান স্পর্শ করে তাকে সুস্থ করলেন। যীশু জানতেন যে ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে তাঁকে ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল।
9
শত্রুরা যীশুকে তাদের মহা পুরোহিতের ঘরে নিয়ে গেল। সেখানে যিহুদী নেতারা বললেন যীশুকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হোক। সে সময় পিতর আগুন পোহানো চাকরদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন এবং তাঁকিয়েছিলেন। লোকেরা তিনবার পিতরের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, “আপনিও-তো যীশুর সংগে ছিলেন!”
10
পিতর তিনবারই ইহা অস্বীকার করলেন, যেমন প্রভু যীশু বলেছিলেন। পিতর তখন নিজেকে অভিশাপ দিলেন এবং শপত করলেন।
11
COCK-A-DOODLE-DOO
ঠিক তখনই একটি মোরগ ডেকে উঠল। এটা যেন ছিল পিতরের প্রতি ঈশ্বরের কন্ঠস্বর। যীশুর কথা মনে করে পিতর কান্নায় ভেংগে পড়লেন।
12
যিহুদাও দুঃখ পেয়েছিলেন। তিনি জানতেন যীশু কোন পাপ বা অপরাধের জন্য দোষী ছিলেন না।
13
যিহুদা সেই ৩০টি রৌপ্য মুদ্রা ফেরত দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু মহা পুরোহিত তা ফেরত নেন নি। যিহুদা সেই অর্থ ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বাইরে চলে গেল এবং নিজেকে ফাঁসিতে ঝুলাল।
14
প্রধান পুরোহিতেরা যীশুকে রোমীয় সম্রাট পীলাতের সম্মুখে নিয়ে আসলেন। পিলাত বললেন,“আমি তো এই লোকের কোন দোষ দেখিনা।” কিন্তু জনতার দল চিৎকার করে বলতে লাগল, “তাঁকে ক্রুশে দেয়া হোক! তাঁকে ক্রুশে দেয়া হোক!”
15
অবশেষে পীলাত বিষয়টি তাদের উপর ছেড়ে দিলেন, এবং যীশুকে ক্রুশে মৃত্যুদন্ড দেয়া হল। সৈন্যরা যীশুকে প্রহার করল, তাঁর মুখে থুথু দিল, এবং চাবুক মারল। সৈন্যরা নিষ্টুর কাঁটার মুকুট তৈরী করে তা তাঁর মাথায় পরিয়ে দিল। তারপর তারা তাঁকে কাঠের ক্রুশের উপরে মৃত্যুর জান্য ঝুলাল।
16
যীশু সবসময় জানতেন যে তাঁকে সেইভাবে মারা হবে। তিনি আরও জানতেন যে, তার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে পাপীরা যারা তাঁর উপর বিশ্বাস করবে তাঁরা মুক্তি পাবে। যীশুর সংগে আরও দু’জন দস্যুকেও ক্রুশে দেয়া হয়েছিল। তাদের একজন যীশুকে বিশ্বাস করে স্বর্গে চলে গিয়েছিলেন। অন্যজন বিশ্বাস করেনি।
17
কয়েক ঘন্টা যন্ত্রনায় কাতরানোর পর যীশু বললেন, “এখন সমাপ্ত হলো,” এবং মৃত্যুবরন করলেন। তাঁর কার্য সম্পন্ন হয়েছিল। শিষ্যরা তাঁর মৃতদেহকে তাদের নিজস্ব কবরে সমাহিত করলেন।
18